দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 23 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

হুমকি পেয়ে ক্যাম্পাসে ফিরেই খুন হন রাবি শিক্ষার্থী লিপু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

বাড়িতে থাকাবস্থায় হুমকি পেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরেই খুন হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মোতালেব হোসেন লিপু। গত বছর শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জেলখাটা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষার্থী লিপু 'পরীক্ষা জালিয়াত চক্রের' হাতে খুন হতে পারেন বলে সন্দেহ করছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তার এক সহপাঠী।

তিন মাস কারাগারে কাটিয়ে মুক্তি পাওয়ার পর 'পরীক্ষা জালিয়াত চক্রের' সঙ্গে লিপুর বিরোধে জড়িয়ে পড়ার তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশও। মতিহার থানার ওসি হুমায়ন কবির বলেন, লিপুর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড ধরে নিয়ে 'পরীক্ষা জালিয়াত চক্রের' সঙ্গে তার বিরোধের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এ ঘটনার তদন্ত চলছে।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার মকিমপুর গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে লিপু গত বছর জালিয়াত চক্রের হয়ে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ধরা পড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডিত হন। লিপু এই জালিয়াত চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তার ওই এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

হুমকি পেয়ে ক্যাম্পাসে ফিরেই খুন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সহপাঠী। এ নিয়ে হুমকি পাওয়ার কথা লিপুই তাকে বলেছিলেন বলে তিনি জানান।

লিপু বেশ কিছুদিন ধরেই মোবাইলে হুমকি পাচ্ছিল বলে তার বাবা বদর উদ্দিন জানান। হুমকির মুখে মোবাইল ভেঙে ফেলেছিল লিপু। তারপরও ভয়ে বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইছিল না। পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য তারাই জোর করে লিপুকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে গত মঙ্গলবার বিকালে রাজশাহীতে ফেরে লিপু। বদর উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে লিপুকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়। ফোনে কথা বলা শেষে লিপু তার মোবাইল ফোন আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে। এর পর সে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইছিল না। লিপু শুধু বলেছিল, 'বিপদে আছি'। এর পরও ফরম পূরণের জন্য চাপ দিয়েই তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাকে থাকতে বলা হয়েছিল।

তিনি জানান, হুমকির মুখে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর লিপুকে বাইসাইকেলে করে এক কিলোমিটার দূরে বাসে উঠিয়ে দিয়ে আসে তার চাচা বছির উদ্দিন। যাওয়ার সময় লিপু তার সিমকার্ড ও বাড়িতে থাকা একটি নষ্ট মোবাইল ফোন সেট নিয়ে যায় বলে জানান বদর উদ্দিন। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ছেলেকে হুমকি দেওয়া হতো বলে সে (লিপু) জানালেও কারা তাকে হুমকি দিত সে বিষয়ে আমাদের কিছুই জানায়নি। হুমকির মুখে ওইদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে লিপু রাজশাহী শহরের কাটাখালী এলাকায় আত্মীয়ের বাসাতেই উঠেছিল বলে তার মা হোসনে আরা বেগম জানান। তিনি বলেন, পর দিন বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ফরম পূরণ করে। আগামী ২ নভেম্বর তার দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা ছিল বলে লিপু জানিয়েছিল। বুধবার দুপুরের দিকে লিপু তার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছিল জানিয়ে হোসনে আরা বলেন, বন্ধুর ফোনে সিম তুলে লিপু আমার সঙ্গে কথা বলে। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তার রুমমেটের মোবাইল নম্বর দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু তার রুমমেট মোবাইল নম্বর দিতে রাজি হয়নি। তাই সে নতুন সিম কিনে এবং পুরনো মোবাইল ঠিক করে নম্বর দিতে চেয়েছিল।

ফরম পূরণ করে বুধবারই নবাব আব্দুল লতিফ হলে উঠেন হলটির ২৫৩ নম্বর কক্ষের ছাত্র লিপু। পর দিন সকালে তার লাশ উদ্ধার হয়। লিপুর মামাতো ভাই মো. সজীবউদ্দিন বলেন, ওর লাশ যেখানে পাওয়া গেছে ওই জায়গাটা আমরা দেখেছি। লাশের পাশেই একটা পেঁপেগাছ আছে। যদি সে ওপর থেকে পড়ে যেত, তাহলে সেখানে পেঁপেগাছটার কিছু ছেঁড়া পাতা পাওয়া যেত। কিংবা অন্য কোনো উপসর্গ পাওয়া যেত। কিন্তু এসবের কিছুই পাওয়া যায়নি। লিপুকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি করে সজীব বলেন, লিপুর রুমের বাইরে অতিরিক্ত দুই জোড়া জুতা পাওয়া গেছে, যেগুলো ওই রুমের কারো নয়। আর লিপুর পায়ের একটি জুতা ওর ঘরে পাওয়া গেছে। আরেকটি যেখানে ওর লাশের অদূরে পাওয়া গেছে। লিপুর লাশ উদ্ধারের পর পরই তার রুমমেট মনিরুল ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ। তাকে এখনো থানা হেফাজতে রেখে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানিয়েছেন মতিহার থানার ওসি হুমায়ন কবির। তিনি বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যেই রয়েছি। কোনো ধরনের ক্লু উদ্ধার করতে পারিনি। তবে বেশ কয়েকটি ক্লু সামনে রেখে তদন্তকাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে জালিয়াতি চক্রের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি।